গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
বাজেট শাখা
www.rthd.gov.bd

বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি (BMC) এর সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	এম, এ, এন, ছিদ্দিক সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
তারিখ	:	০৫.০৫.২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ
সময়	:	১১.০০ ঘটিকা
স্থান	:	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভাপতি সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান যে, অর্থ বিভাগ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেট প্রাক্কলন এবং ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেট প্রক্ষেপণ প্রণয়নের লক্ষ্যে বাজেট পরিপত্র-২ জারী হয়েছে এবং সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অনুকূলে রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ও ব্যয়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। বিগত ২৮.০৪.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপ'র (BWG) সভায় এ বিভাগে আওতাধীন সকল অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা'র অনুকূরে বাজেট পরিপত্র-২ মোতাবেক প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ পুনঃনির্ধারণ করা হয়। সে অনুযায়ী সকল অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা হতে প্রেরিত বিস্তারিত প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত পর্যায়ক্রমে গৃহীত হয়।

(ক) রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ:

উপসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান যে অর্থ বিভাগ হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য ২২৩৩.৫২ কোটি টাকা রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা বিআরটিএ, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সচিবালয় ও ডিটিসিএ'র অনুকূলে পুনঃ নির্ধারণ করা হয়েছে। সভাপতি ২০১৬-১৭ অর্থবছরের রাজস্ব প্রাপ্তির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিষয়ে কোন বক্তব্য/মতামত আছে কিনা তা সংশ্লিষ্টদের নিকট জানতে চান। চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান যে, চলতি অর্থবছরে বিশেষ অভিযানের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন ও নাম্বার প্লেট সংযুক্তকরণ করার ফলে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আগামী অর্থবছরে রেজিস্ট্রেশন ও নাম্বার প্লেট সংযোজনে এ ধরণের বিশেষ পরিস্থিতি থাকবেনা বিধায় নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ১৪৮৮.০০ কোটি টাকা অর্জন করা সম্ভব হবেনা। নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান যে ডিটিসিএ একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বিধায় রাজস্ব নিজস্ব তহবিলে জমা হবে। সভাপতি জানান যে, ডিটিসিএ একটি কর্তৃপক্ষ বিধায় রাজস্ব সরকারী কোষাগারের সংযুক্ত তহবিলে জমা প্রদান করতে হবে।

সিদ্ধান্ত-১:

২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রস্তাবিত রাজস্ব প্রাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা এবং ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব প্রাপ্তির প্রক্ষেপণ নিম্নোক্তভাবে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ও এর আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা'র অনুকূলে বিভাজন অনুমোদন করা হলো। সচিবালয় এবং অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা হতে প্রাপ্ত বিস্তারিত রাজস্ব প্রাপ্তির প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ অনুমোদনপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রম	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থার নাম	প্রাক্কলন ২০১৬-২০১৭	প্রক্ষেপণ ২০১৭-২০১৮	প্রক্ষেপণ ২০১৮-২০১৯
০১।	সচিবালয়	১,০০	১,০০	১,৫৬
০২।	সওজ অধিদপ্তর	৭৪৪,০০	৮৩০,০০	৯২৭,০০
০৩।	বিআরটিএ	১৪৮৮,০০	১৬৫৮,০০	১৮৫০,০০
০৪।	ডিটিসিএ	৫২	৭৫	১,০০
	মোট	২২৩৩,৫২	২৪৮৯,৭৫	২৭৭৯,৫৬

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

(খ) অনুন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ:

উপসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান যে, ২০১৬-১৭ অর্থবছরের সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অনুকূলে অনুন্নয়ন খাতে ২৭৪৯.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। বাস্তব চাহিদা বিবেচনায় সচিবালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা'র অনুকূলে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। সভাপতি এ পর্যায়ে জানান যে, সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের বকেয়া পরিশোধের বিষয়ে ৫৮টি মামলা চলমান আছে। আদালতের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সড়ক মেরামত ও সংরক্ষণ খাত (কোড-৪৯৩৬) হতে বকেয়া পরিশোধ করা হয়ে থাকে। এতে মহাসড়কের নির্ধারিত মেরামত ও সংস্কার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। তিনি সমাপ্ত উন্নয়ন খাত হতে এরূপ বকেয়া পরিশোধ করা যায় কিনা সে বিষয়ে অর্থ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব (বাজেট-৫) সভায় জানান যে, প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার পরে বকেয়া থাকায় প্রশ্ন থাকেনা। বর্তমানে সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট খাতটি অবলুপ্ত করা হয়েছে। সভাপতি এ পর্যায়ে খাতটি পুন:সৃষ্টির অনুরোধ করেন।

উপসচিব (বাজেট ও অডিট) সভায় জানান যে,অর্থ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রদত্ত সম্পদসীমার মধ্য হতে রেলপথ মন্ত্রণালয় বরাবরে ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রাখতে হবে। সভাপতি রেলপথ মন্ত্রণালয়ের রেলভূমি ও স্থাপনার ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে অন্তর্ভূক্তির জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত-২:

২০১৬-১৭ অর্থবছরের অনুন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন এবং ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরের অনুন্নয়ন ব্যয়ের প্রক্ষেপণ নিম্নোক্তভাবে সচিবালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা'র অনুকূলে বিভাজন অনুমোদন করা হলো। সচিবালয় এবং অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা হতে প্রাপ্ত বিস্তারিত অনুন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ অনুমোদনপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা	প্রাক্কলন ২০১৬-১৭	প্রক্ষেপণ ২০১৭-১৮	প্রক্ষেপণ ২০১৮-১৯
১.	সচিবালয়	২৩০,০০	২৪০,০০	২৫০,০০
২.	সওজ অধিদপ্তর	২৩২১,৬০	২৪৫৫,০০	২৬২৫,০০
৩.	বিআরিটিএ	১৮৩,০০	১৮৫,০০	১৯৫,০০
৪.	ডিটিসিএ	১৫,০০	২০,০০	৩০,০০
	সর্বমোট=	২৭৪৯,০০	২৯০০,০০	৩১০০,০০

সিদ্ধান্ত-৩:

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের সমাপ্ত উন্নয়ন প্রকল্পের বকেয়া মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের আদেশের প্রেক্ষিতে পরিশোধের নিমিত্ত বর্তমানে অবলুপ্ত কোড (**৬৬০১) পুনর্জীবিত করার জন্য অর্থ বিভাগে অনুরোধ করা হবে।

(গ) উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ:

উপসচিব (বাজেট ও অডিট) জানান যে, অর্থ বিভাগ হতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অনুকূলে উন্নয়ন খাতে ৮১৬১.৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। তন্মধ্যে জিওবি ৪০০৯.৯৯ কোটি ও প্রকল্প সাহায্য (পিএ) ৪১৫১.৩২ কোটি টাকা। তিনি আরও জানান যে, MRT প্রকল্প, ডিটিসিএ'র ৩টি প্রকল্প এবং বিআরটিএ'র একটি প্রকল্পে প্রয়োজন অনুয়ায়ী অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। অবশিষ্ট অর্থ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহে বরাদ্দ দেখানো হয়েছে। এ পযায়ে সভাপতি জানান , ২০১৬-১৭ অথবছরের জন্য এ পর্যন্ত অনুমোদিত ১১৪টি প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হবে ন্যূনতম ১১,০৬১.৩০ কোটি টাকা। এ অর্থবছরের শেষে এসে কয়েকটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও মেগা প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এরুপ চলমান ও নতুন অনুমোদিত ১৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে আনার জন্য অতিরিক্ত ২৯০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব (বাজেট-৫) জানান যে, অর্থ বিভাগ হতে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগকে অগ্রাধিকার প্রদান করে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তিনি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও মেগা প্রকল্পসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বরাদ্দ রাখার জন্য অনুরোধ করেন। সভাপতি জানান যে, ছোট ও মাঝারী আকারের প্রকল্পসমূহে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ না থাকলে সারাদেশে চলমান মহাসড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তাবায়ন মন্থর হয়ে পড়বে। সার্বিক বিবেচনায় আগামী অর্থবছরে ৫০টি প্রকল্প সমাপ্তির পরিকল্পনা রয়েছে মর্মে তিনি জানান।

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বিআরটিসি'র পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) জানান যে LOC-2 এর মাধ্যমে বিআরটিসি'র জন্য ৫০০ টি ট্রাক সংগ্রহ এবং ৬০০ টি বাস (৩০০ টি ডাবল ডেকার, ২০০ টি একতলা এসি ও ১০০ টি নন-এসি) সংগ্রহের লক্ষ্যে দুটি প্রকল্প সহসাই একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হতে পারে। সেজন্য আগামী অর্থবছরে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য তিনি অনুরোধ করেন। সভাপতি জানান যে, যেহেতেু প্রকল্প দুটি এখনও অনুমোদিত হয়নি বিধায় ঐ প্রকল্প দুটিতে এখন অর্থ বরাদ্দ রাখার সুযোগ নেই।

সিদ্ধান্ত-৪:

২০১৬-১৭ অর্থবছরের জন্য উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন এবং ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রক্ষেপণ নিম্নোক্তভাবে বিভাজন অনুমোদন করা হলো। সচিবালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা হতে প্রাপ্ত বিস্তারিত উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ অনুমোদনপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হবে।

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা	প্রাক্কলন ২০১৬-১৭			প্রক্ষেপণ ২০১৭-১৮	প্রক্ষেপণ ২০১৮-১৯
		মোট	জিওবি	পিএ		
১.	সওজ অধিদপ্তর	৫৭৫৯৫৯.৬৭	৩৪৬৬,৬৫.৬৭	২২৯২,৯৪.০০	৫১০১,৯৭	৫১০২,১৪
২.	বিআরিটএ	৭,৪৮.৩৩	২,১৫.৩৩	৫,৩৩.০০	-	-
৩.	ডিটিসিএ	২৩৯৪,২৩.০০ (MRT ২৩৩৭৬২.০০)	৫৪১,১৮.০০ (MRT ৫১৬,৩৪)	১৮৫৩,০৫.০০ (MRT ১৮২১,২৮.০০)	৪০০০,০০	৫০০০,০০
	সর্বমোট=	৮১৬১,৩১.০০	৪০০৯,৯৯.০০	৪১৫১,৩২.০০	৯১০১,৯৭	১০১০২,১৪

সিদ্ধান্ত-৫:

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উন্নয়ন খাতে জিওবি অংশে অতিরিক্ত নূন্যতম ২৯০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের জন্য অর্থ বিভাগে উপানুষ্ঠানিক পত্র প্রেরণ করা হবে।

(ঘ) বিবিধঃ

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জানান যে চলতি অর্থবছরের শেষ পর্যায়ে এসেও সচিবালয়, সড়ক ও জনপথ এবং বিআরটিএ'র অনুন্নয়ন বাজেটের বেশ কয়েকটি খাতে (যথা- প্রশিক্ষণ ও গবেষণা ব্যয় ইত্যাদি) আশানুরুপ ব্যয় হয়নি। তিনি পরিকল্পনা মোতাবেক যথাযথভাবে অর্থব্যয় নিশ্চিত করার সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা জানান যে, উল্লিখিত খাতে পকিল্পনামতে ব্যয় সম্পন্ন হয়েছে এবং বিল দাখিল প্রক্রিয়াধীন আছে। সভাপতি সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের গাড়ী ক্রয়সহ অন্যান্য ব্যয দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত-৬:

অনুন্নয়ন খাতে বাজেট পরিকল্পনা অনুযায়ী ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

আলোচ্যসূচীতে আর কোন বিষয় অন্তর্ভূক্ত না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

স্বাক্ষরিত/
১২-০৫-২০১৬
(এম, এ, এন, ছিদ্দিক)
সচিব

অপর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

নং-৩৫.০০.০০০০.০৪৭.২০.০০৮.১৫-৮৯

তারিখঃ ০৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ বঙ্গাঃ
১৭ মে ২০১৬ খ্রি.

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো:

০১। সচিব, আইএমইডি, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
০২। সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
০৩। সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
০৪। অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব(বাজেট), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
০৫। নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ, নগর ভবন, ঢাকা
০৬। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, এলেনবাড়ী, তেজগাঁও, ঢাকা
০৭। প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা
০৮। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন, পরিবহন ভবন, রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
০৯। প্রকল্প পরিচালক, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রান্সজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, লেভেল-১৪, ৭১-৭২, পুরাতন এ্যালিফ্যান্ট রোড, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা-১০০০
১০। যুগ্মসচিব (উন্নয়ন/প্রশাসন)/যুগ্ম প্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
১১। যুগ্মসচিব (বাজেট-৫), অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
১২। উপসচিব, বাজেট শাখা-১৬ অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
১৩। উপসচিব (বাজেট/রক্ষণাবেক্ষণ), সড়ক পরিবহন ও মহসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
১৪। সিনিয়র সহকারী প্রধান (কার্যক্রম ও এডিপি), সড়ক পরিবহন ও মহসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
১৫। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬। হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

১৭/০৫/১৬

(অপূর্ব কুমার মন্ডল)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৫৫৩২৩
ই-মেইল: sasbudget@rthd.gov.bd

অনুলিপিঃ

০১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রণালয়
০২। অফিস কপি।